যুগান্তর

তারিখ ... 21 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

কাজী ফারুক আহমেদ

# শিক্ষক নিগ্রহ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা

সাম্প্রতিককালে কোনো কোনো সংবাদপত্রে কয়েকজন হিন্দু শিক্ষকের ইসলাম ধর্মবিরোধী বক্তব্যদানের সংবাদ ছাপা হয়েছে। এসব খবর কতটা তথ্যনির্ভর বলা কঠিন। যা মানুষের আবেগকে স্পর্শ করে সে খবর কতটা যাচাই-বাছাই করে ছাপা হয়েছে বা হচ্ছে, তা সংবাদ পরিবেশনকারীরাই ভালো বলতে পারবেন। মিডিয়ার এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। সাধারণ বিবেচনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত মানুষদের পক্ষে এ ধরনের বাড়াবাড়ি স্বাভাবিক ঘটনা হতে পারে না। তারপরও কেউ অপরের বিশ্বাসে আঘাত করলে যথাচিত প্রক্রিয়ায় তার আইনসম্মত প্রতিকার অবশ্যই হতে পারে। শিক্ষকদের মধ্যে কেউ যদি তা করে, তাহলে বুঝতে হবে শিক্ষকতা তার পেশা হলেও আচরণ শিক্ষকসুলভ নয়। তিনি শিক্ষকতা পেশাতেই বেমানান। আমাদের শিক্ষকদের একটি অংশের বিরুদ্ধে পাঠদানে অদক্ষতার অভিযোগ যেমন আছে, শিক্ষার্থীকে শারীরিক শাস্তিদান, মানসিক নিপীড়ন, যৌন হয়রানি থেকে শুরু করে নকল সরবরাহের মতো ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার প্রসঙ্গও সমাজে কম আলোচনার বিষয় নয়। এরা সংখ্যায় ক্ষুদ্র, মোট শিক্ষকের এক শতাংশও

কর্মকর্তাকে প্রধান করে প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন, ৩. অভ্যন্তরীণ ও পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য পরীক্ষা কমিটি গঠন, ৪. আর্থিক শৃংখলা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে উপযুক্ত একজনকে প্রধান করে অর্থ কমিটি গঠন, ৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অভিভাবকদের মধ্যে একজনকে প্রধান করে— মা-সদস্য হলে সবচেয়ে ভালো— সাংস্কৃতিক কমিটি গঠন, ৬. সরকারের বিধান অনুযায়ী শিক্ষক-অভিভাবক সংগঠন চালু, ৭. শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যোগ্য একজনকে প্রধান করে শিক্ষার্থী পরিষদ গঠন।

আজকের লেখাটা শেষ করব একটি আহ্বান রেখে : নারায়ণগঞ্জে প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তসহ যারাই নিগ্রহ ও অসম্মানের শিকার, তাদের প্রাপ্য অবস্থান নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা সংস্কারের সমর্থনে শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, শিক্ষানুরাগী সবার এগিয়ে আসা জরুরি।

**অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ** : *শিক্ষক আন্দোলনের প্রবীণ নেতা। ইনিশিয়েটিভ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান*
principalqfahmed@yahoo.com